২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন

২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট হাইলাইটস

❖ **মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন** — **৩,৮৯,০০০ কোটি টাকা**
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে ৩,৩০,০০০ কোটি টাকা
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত উৎস হতে ১৬,০০০ কোটি টাকা
- কর বহির্ভূত উৎস হতে ৪৩,০০০ কোটি টাকা

❖ **মোট ব্যয় প্রাক্কলন** — **৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮%)**
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২,২৫,৩২৪ কোটি টাকা
- পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে বরাদ্দ ৩,৭৮,৩৫৭ কোটি টাকা

পরিচালন বাজেট বিশ্লেষণ
- প্রণোদনা, ভর্তুকি ও অনুদান ৩৯%
- বেতন-ভাতা ও পেনশন ২২%
- ঋণের সুদ পরিশোধ ২০%
- সরবরাহ ও সেবা ১০%
- অন্যান্য ব্যয় ৯%

বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন

❖ **মোট বাজেট ঘাটতি** — **২,১৪,৬৮১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.২%)**
- বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়ন ৯৭,৭৩৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩%)
- অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়ন ১,১৩,৪৫৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.৪%)
  - ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ৭৬,৪৫২ কোটি টাকা
  - সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য উৎস হতে ৩৭,০০১ কোটি টাকা

- ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭.২ শতাংশ;
- মূল্যস্ফীতি ৫.৩ শতাংশ সীমিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে; এবং
- ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটের মাধ্যমে ৮ম বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পাশাপাশি কোভিড-১৯ এর মহামারী হতে উদ্ভূত অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে অর্থনীতিকে পূর্বের ধারায় ফিরিয়ে আনার প্রয়াস চালানো হবে।

❖ **রাজস্ব আহরণের পদক্ষেপসমূহ**
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন আয়কর, শুল্ক ও মূসক বিভাগকে automated এবং digitalized করার মাধ্যমে করদাতা, ব্যবসায়ী এবং জনগণকে সহজ ও নিরবিছিন্নভাবে নিরবছিন্নভাবে সেবা প্রদানের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- আয়কর বিভাগ কর্তৃক Non-filer Company এর রিটার্ন দাখিলের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। করদাতা কোম্পানী কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর সঠিকতা নিরূপণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও Institute

of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) এর যৌথ উদ্যোগে চালু করা হয়েছে Document Verification System (DVS)।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময়, Data Pulling, Data Storing এবং তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের System integration এর কার্যক্রম চলমান আছে। এই কার্যক্রম নতুন করদাতা সনাক্তকরণ এবং করফাঁকি রোধে সহায়ক হবে।
- আগামী বছর থেকে করদাতাগণ যাতে অনলাইনে আয়কর রির্টান দাখিল করতে পারেন তার জন্য সকল ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে করদাতাগণের আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজ হবে এবং নতুন করদাতার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।
- মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি সহজীকরণ করে আন্তর্জাতিক রীতি নীতি ও ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০১ জুলাই,২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পুরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- নিবন্ধন প্রক্রিয়া আরও গতিশীল ও আস্থাভাজন করার জন্য রেজিস্টার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস, আমদানি-রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জাতীয় পরিচয়পত্র, সিটি কর্পোরেশন ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে ইন্টারফেস স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।
- মূসক আদায়ে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর মূসক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য VAT Online প্রকল্প চলমান রয়েছে।
- মূল্য সংযোজন কর আহরণ সহজ, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আগষ্ট, ২০২০ হতে EFD (Electronic Fiscal Device)/ SDC (Sales Data Controller) স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে।
- বিশ্বব্যাপী শুল্ক ব্যবস্থাপনায় অনুসৃত International Best Practices সমূহ বিবেচনায় নিয়ে একটি নতুন কাস্টমস্ আইন, ২০২১ প্রণয়নের লক্ষ্যে ভেটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- শুল্ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ওয়েবভিত্তিক ASYCUDA World System চালু রয়েছে। এই সিস্টেমের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, নৌবাহিনী এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কম্পিউটার সিস্টেমের ইন্টারফেসিং সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে ই-এলসি ব্যবস্থাপনা মনিটরিং, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, ডেঞ্জারাস কার্গো মনিটরিং, মেনিফেস্ট ডাটা শেয়ারিং এর মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন ও কন্টেইনার ম্যানেজমেন্ট সহজ হয়েছে।

সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কাজের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী কাজগুলোকে ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়, যথা: সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো ও সাধারণ সেবা খাত। নিম্নে খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন তুলে ধরা হলোঃ

খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন

❖ **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ**

- কোভিড ১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ৩২ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যা গত ২০২০-২১ এ ২৯ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা ছিল।
- বিগত অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর প্রথম ঢেউয়ের সময় জেলা-উপজেলা পর্যায়ে চালুকৃত বিশেষায়িত আইসোলেশন ইউনিট, রাজধানীতে স্থাপিত ১৪টি এবং অন্যান্য জেলা শহরে স্থাপিত ৬৭টি কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালে বর্তমান দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়েও চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- বিগত অর্থবছরে প্রতিষ্ঠিত ৫৫টি ল্যাবরেটরীর কার্যক্রম ও উন্নততর সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ কোভিড-১৯ এর সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। নতুন ৯টি কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে।

- কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়ে আক্রান্তদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন স্পেশালাইজড হাসপাতাল ও আইসোলেশন সেন্টার চালু করা হয়েছে।
- কোভিড ১৯ মহামারি হতে জনজীবনের সুরক্ষার জন্য সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর আওতায় National Deployment and Vaccination Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার Covax facility হতে দেশের জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ, তথা ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের জন্য ৬ কোটি ৮০ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে।
- সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে অসাধারণ সফলতা দেখিয়েছে। এর ভিত্তিতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) অর্জনে কাজ করছে।
- ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি) এর মোট ২৯টি অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ২০১৭-২২ মেয়াদে সেক্টর ওয়াইড কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

❖ **শিক্ষা**

- কোভিড-১৯ মহামারিকালীন পাঠদান কার্যক্রম চালু রাখার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অনলাইনে ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পাঠক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষায় 'আমার ঘর আমার স্কুল' শিরোনামে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠদান কার্যক্রম চালু রাখাসহ অনলাইনে বাংলাদেশ বেতার ও কমিউনিটি রেডিও এর মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে।
- কোভিড ১৯ এর সংক্রমণকালেও দেশের দারিদ্র্যপ্রবণ ১০৪ উপজেলায় পরিচালিত 'দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি' এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে । পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলা/থানার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করার লক্ষ্যে জাতীয় স্কুল মিল নীতিমালা অনুযায়ী জুলাই, ২০২১ থেকে জুন, ২০২৬ মেয়াদে 'প্রাইমারি স্কুল মিল প্রকল্প' শীর্ষক নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখার পাশাপাশি 'স্কুল মিল পলিসি ২০১৯' বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ১,৬১০টি বেসরকারি কলেজ ও ৬,২৫০টি বেসরকারি স্কুলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং ৩,০০০ বেসরকারি স্কুল শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরসহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর আওতায় 'সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসুচি' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

❖ **কৃষি খাত**

- ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ২৪ হাজার ৯৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ২৪ হাজার ৬৮২ কোটি টাকা।
- নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিকে আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ৩,০২০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কৃষকদের কৃষিযন্ত্রের ক্রয়মূল্যের উপর ৫০ শতাংশ হতে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত সহায়তার মাধ্যমে হ্রাসকৃত মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।
- কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪১৩.৪৬ কোটি টাকার সার বীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ প্রণোদনা ও সহায়তা বাবদ ২ কোটি ৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮৬৯ জন কৃষককে কার্ডের মাধ্যমে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কীটনাশকমুক্ত শাকসবজির যোগান দিতে যাত্রা শুরু করেছে ''কৃষকের বাজার''। সারা দেশে বর্তমানে ৪১টি জেলায় কৃষকের বাজার স্থাপন করা হয়েছে।

❖ **কর্মসংস্থান সৃষ্টি**

- 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা', 'ভিশন ২০৪১' এবং 'ডেল্টা প্লান-২১০০' এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম দেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানে পারদর্শী মানুষের বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনে আইটি সেক্টরে এরই মধ্যে ১০ লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে আরও ১০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

- শিল্পখাতের চাহিদাভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার 'স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)' বাস্তবায়ন করছে, যার মাধ্যমে ২০২৪ সালের মধ্যে ৮,৪১,৬৮০ জনকে ১১টি অগ্রাধিকারভুক্ত শিল্প ও সেবা খাতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া, দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) কাজ করছে।
- বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারি সত্ত্বেও ২০২০ সালে ২,১৭,৬৬৯ জন বাংলাদেশী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে।
- নারী কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ৩০ দিন ব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান, নারী কর্মী নির্বাচন এবং ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বিকেন্দ্রীকরণ বিএমইটিতে নারী কর্মী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল ও বিদেশে "সেফ হোম" স্থাপনের ফলে কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

❖ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

- ২০২১-২২ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা মোট বাজেটের ১৭.৮৩ শতাংশ এবং জিডিপির ৩.১১ শতাংশ।
- আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১২.৩ শতাংশে এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৪.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- অতি দরিদ্র মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ, বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহনির্মাণ কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণ এবং বিশেষায়িত ব্যাংক ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কর্মসৃজন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫ লক্ষ নিম্ন আয়ের পরিবারকে পরিবার প্রতি ২ হাজার ৫০০ টাকা করে মোট ৮৮০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষ যাতে আর্থিকভাবে কষ্ট না পায়, সে জন্য ঈদুল ফিতরের আগে একইভাবে ৩৫ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে নগদ ২ হাজার ৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' চালু রাখা হয়েছে।
- সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন সকল শিশুর সুরক্ষার জন্য 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন' কেন্দ্রসমূহ সমগ্র দেশে কাজ করছে। এ দুটি কার্যক্রমে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯২ কোটি ২১ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত Management Information System প্রস্তুত করে G2P প্রক্রিয়ায় সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার সম্মানী ও অন্যান্য ভাতা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরাসরি ভাতাভোগীর ব্যাংক হিসাবে প্রদান করা হচ্ছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতা ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২ হাজার টাকা হতে ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

❖ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

- গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙা করার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চলমান গতিধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে ''আমার গ্রাম আমার শহর'' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে, যার আওতায় ১৫টি গ্রামকে পাইলট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের বিগত ১২ বছর সময়কালে অর্থাৎ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত সময়ে সারা দেশে মোট ৬৩,৭৪৭ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এতে দেশের মোট উপজেলা সড়কের ৯৪ শতাংশ , ইউনিয়ন সড়কের ৭৯.৩২ শতাংশ এবং গ্রাম সড়কের ২৪ শতাংশ নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত সময়ে সরকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে ৩,২১,৩২২ মিটার নতুন ব্রীজ নির্মাণ করেছে।
- গ্রামীণ জনগণের কাছে সরকারি সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য ১,৪৩৮টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৩৪৬টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ২,১৫৪টি গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার উন্নয়ন এবং ১,৭৬২টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

- ২০২১-২২ অর্থবছরে পল্লী সেক্টরে কোর রোড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণসহ মোট ৩,১৪০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ এবং এ সকল সড়কে ১৮,৫০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট সম্প্রসারণ/নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❖ **শিল্পায়ন ও বাণিজ্য**

- করোনা ভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত মাইক্রো ও কুটির শিল্পসহ এসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার স্বল্প সুদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা চালু করা হয়েছে যার সিংহভাগ ঋণ ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর বৈশ্বিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে ।
- ভারতের সাথে Comprehensive Economic Partnership Agreement সম্পাদনের বিষয়ে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৪৪টি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- সরকার করোনাভাইরাস মহামারি পরবর্তী সময়ে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭টি পণ্যকে সুনির্দিষ্ট করেছে যা ২০২৬ সালে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর রপ্তানির প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে জোরালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।
- তৈরিপোশাক খাতের ১০ হাজার ৯৮০ শ্রমিক-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, অর্থ বিভাগের চলমান স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে বস্ত্র ও তৈরি পোষাক খাতের এক লক্ষ নতুন চাকুরিপ্রার্থী শ্রমিককে দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকুরির সংস্থান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬২ শতাংশই নারী শ্রমিক এবং ৩৫ হাজার কর্মরত শ্রমিককে উচ্চতর স্কিলস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- তৈরি-পোশাকসহ রপ্তানি খাতের শ্রমিক কর্মচারিদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধে স্বল্প সুদে ১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে পোশাক কারখানাসমূহ সংকট কাটিয়ে উঠে রপ্তানি চলমান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

❖ **ভৌত অবকাঠামো**

- ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৬৯ হাজার ৪১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যা গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ৬১ হাজার ৪৪৭ কোটি টাকা।
- সরকারের দূরদর্শী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দেশে বিগত ১২ বছরে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার ‘ঘরে-ঘরে বিদ্যুৎ পৌছে দেয়া’ এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৯ ভাগ জনগণকে বিদ্যৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভবপর হয়েছে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে গৃহীত মেগা-প্রকল্পসমূহের অন্যতম রামপাল ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প, মাতারবাড়ি ১,২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিকাল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প এবং রূপপুর ২,৪০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।
- একটি আধুনিক ও টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ১২ বছরে সরকার সড়কপথের উন্নয়নে ৩৩১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং ৪৫২টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। একই সময়ে ৪৫৩ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ককে চার লেইন বা তদুর্ধ্ব লেইনে উন্নীত করা হয়েছে।
- সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু প্রকল্পের নির্মাণ কাজ করোনা মহামারির প্রকোপের মধ্যেও পূর্ণগতিতে এগিয়ে চলছে। আগামী বছরের জুনের মধ্যে সেতুটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়ার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি লেনের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

- কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের প্রথম টিউব এর রিং স্থাপনসহ বোরিং শেষে দ্বিতীয় টিউব এর বোরিংসহ অন্যান্য নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে প্রকল্পটির ৬৫ শতাংশ ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পটি জি-টু-জি ভিত্তিতে চীনা প্রতিষ্ঠান China National Import and Export Corporation (CMC) কর্তৃক নির্মিত হতে যাচ্ছে।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩০ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০৪৫) সংশোধিত মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী রাজধানী ঢাকার সাথে কক্সবাজার, মোংলা বন্দর, টুঙ্গীপাড়া, বরিশাল, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য এলাকা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়ন, পদ্মা বহুমুখী সেতুতে রেল লিংক স্থাপন, ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে ও আঞ্চলিক রেলওয়ে যোগাযোগ স্থাপন এবং উন্নত কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালুর মধ্যে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর, যেমন- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট প্রভৃতি শহরের সাথে নিকটবর্তী শহরতলীর যোগাযোগ স্থাপন করার নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনার আওতায় ৬টি ধাপে ৫,৫৩,৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭৯৮.০৯ কিলোমিটার নতুন রেললাইন নির্মাণ, বিদ্যমান রেললাইনের সমান্তরালে ৮৯৭ কিলোমিটার ডুয়ালগেজ/ ডাবল রেললাইন নির্মাণ, ৮৪৬.৫১ কিলোমিটার রেললাইন সংস্কার, ৯টি গুরুত্বপূর্ণ রেল সেতু নির্মাণ, লেভেল ক্রসিং গেটসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আইসিডি নির্মাণ, ওয়ার্কশপ নির্মাণ, এবং আধুনিকায়ন, ১৬০টি নতুন লোকোমোটিভ, ১,৭০৪টি যাত্রীবাহী কোচ, আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ২২২টি স্টেশনের সিগনালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়নসহ রেলওয়ে ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- কৌশলগত অবকাঠামো উন্নয়নে Bangladesh Infrastructure Development Fund (BIDF) এর অর্থায়নে পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ও মেনইনটেন্যান্স ড্রেজিং কর্মসূচিটি গ্রহণ করা হয়েছে।

❖ ডিজিটাল বাংলাদেশ

- তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরকার এ পর্যন্ত ১৮,৪৩৪ সরকারি দপ্তর ও ২,৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
- ৪র্থ শিল্পবিপ্লব কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য দেশে 5G চালুর লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, প্রাথমিকভবে ২৫০০-২৬৯০ মেগাহার্টজ্ এবং ৩৩০০-৩৭০০ মেগাহার্টজ্ ব্যান্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারির সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাধ্যমে ৩৫ লক্ষ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- নাগরিক নিবন্ধন ও ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ‘‘সুরক্ষা’ এ্যাপ” চালু করা হয়েছে।
- বেসরকারি খাতে উদ্ভাবন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ৮টি বিভাগীয় শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮টি গেইম ও এ্যাপস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এবং ৩০টি জেলা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩২টি গেইম ও এ্যাপস টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। স্টার্টআপদের কো-ওয়ার্কিং স্পেস প্রদান ও বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী।

❖ নারীর ক্ষমতায়ন

- ২০২১-২২ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য ৪ হাজার ১৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ৩ হাজার ৮৬০ কোটি টাকা।
- কোভিড-১৯ এর চলমান অভিঘাত মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে নারীদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন

করা হচ্ছে। পল্লী ও শহরাঞ্চলের দরিদ্র গর্ভবতী মা'দের স্বাস্থ্য ও তাঁদের গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে মাতৃত্বকালীন ভাতা ও কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা প্রদান এবং মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ প্রণীত হয়েছে, যা শীঘ্রই জাতীয় সংসদে পাশ হবে।
- মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন, 'তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে।

সংস্কার ও সুশাসন

❖ **বিনিয়োগ আকর্ষণে গৃহীত উদ্যোগ**

- বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে সেমিনার-ওয়ার্কশপ, রোড-শো এবং ট্রেড শোর আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হচ্ছে।
- বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও তার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে আনুমানিক এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান হবে। ইতোমধ্যে ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে উৎপাদন এবং ২৮টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। যেখানে ইতোমধ্যে প্রায় ৪০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং আরও ৮ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকার পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করছে। বর্তমানে পিপিপি কর্তৃপক্ষের আওতায় ৭৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে, যার বিপরীতে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৭.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

❖ **ব্যবসায় সহজীকরণ সূচকের উন্নয়ন**

- ২০১৯ সালে উক্ত ইনডেক্স-এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৬ হতে ১৬৮ তে উন্নীত হয়েছে, এবং ব্যবসার বিভিন্ন সূচক উন্নয়নে বিশ্বের সর্বোচ্চ ২০টি সংস্কারকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত ইনডেক্স-এ বাংলাদেশের অবস্থান দুই অংকে অর্থাৎ ১০০ এর নীচে নামিয়ে আনার জন্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কাজ করে যাচ্ছে।
- বিনিয়োগ সংক্রান্ত সকল সেবা সমন্বিত করে একই প্লাটফর্ম হতে প্রদানের জন্য ২০১৯ সাল হতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) পোর্টাল ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) পোর্টালের মাধ্যমে ৩৫টি সংস্থার ১৫৪টি বিনিয়োগ সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে এযাবৎ ১২টি প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট ৪২টি সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।

❖ **ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন**

- ভূমি ব্যবস্থাপনায় নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান, পরচা সংগ্রহ, সকল সেবা দ্রুত এবং ভোগান্তিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে সারা দেশে 'ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন' করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাকে ডিজিটাইজেশন করার জন্য 'ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা অটোমেশন' প্রকল্প প্রহণ করা হয়েছে। এতে ভূমি নিবন্ধন প্রক্রিয়া আইসিটি নির্ভর হওয়ায় আরো সহজ হবে ,স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ হ্রাস পাবে।

❖ **ই-জুডিসিয়ারি বাস্তবায়ন**

- বিচার কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি আদালতকে ই-কোর্টে পরিণত করা হবে এবং আটককৃত দুর্ধর্ষ আসামীদের আদালতে হাজির না করে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করা হবে।

❖ **দুর্নীতি দমন**

- দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনকে চাহিদা মোতাবেক পর্যাপ্ত আইনি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কমিশনের সামগ্রিক কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গভাবে অটোমেশন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

❖ **আর্থিক খাতে সংস্কার**

- ব্যাংক, পুঁজিবাজার, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক খাতের সংস্কার ও উন্নয়নে সরকার নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ব্যাংকিং খাতের সার্বিক উন্নয়নে কাঠামোগত ও টেকসই সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

❖ **চালান অটোমেশন**

- সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা প্রদানে ব্যবহৃত চালানকে সম্পুর্ণরূপে অটোমেশন করা হয়েছে। এতে, ঘরে বসেই ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অনলাইনে চালান জমা দেয়া যাবে।

❖ **মোবাইল ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা**

- প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যাংক সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা করা হয়েছে যা মূল ধারার ব্যাংকিং সেবাসমূহ প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কোভিডএর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় মাননীয় প্রধা ১৯-নমন্ত্রী ঘোষিত নগদ অর্থ সহায়তাও এমএফএস ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৩৫ লক্ষ প্রান্তিক পরিবারের সুবিধাভোগীকে প্রদান করা হয়েছে।
- ব্যাংকিং সেবাকে নিরাপদ ও ব্যয়সাশ্রয়ী ভাবে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সারাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং চালু - করা হয়েছে।

❖ **শেয়ার বাজার উজ্জীবিতকরণ**

- সরকার পুঁজিবাজারকে গতিশীল ও উজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে নানাবিধ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। স্টক এক্সচেঞ্জকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আরো কিছু পদক্ষেপ শীঘ্রই বাস্তবায়ন করা হবে। যেমন, পুঁজিবাজারে ট্রেজারি বন্ডের লেনদেন চালু করা, আধুনিক পুঁজিবাজারের বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্ট যথা: Sukuk, Derivatives, Options এর লেনদেন চালু করা, ওটিসি বুলেটিন বোর্ড চালু করা, ইটিএফ চালু করা, Open End Mutual Fund তালিকাভুক্ত করা ইত্যাদি।

❖ **বীমা সেবা**

- বীমা সেবাকে জনবান্ধব ও কল্যাণমুখী করার জন্য প্রবাসী বীমা, কৃষি বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, গবাদিপশু বীমা, হাওড় এলাকার জন্য শস্য বীমা প্রভৃতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।